শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(পঞ্চম কিস্তি)

সন্ধ্যার ঠিক আগে বাদলেরর দাদা বরিশালে ওদের বাসায় আসলেন। তাঁর চোখ মুখ লাল। ক্লান্ত ও অবসন্ন একটি মুখ। তাঁকে খাবার দেওয়া হলো। তিনি কিছু ছুঁলেন না। একভাবে বসে থাকলেন।

বাদলেরর বাবা বুঝতে পারলেন, গুরুতর কিছু হয়েছে। কিন্তু মুখ খুলতে সাহস পেলেন না। আস্তে আস্তে দাদাই মুখ খুললেন ।

বাদলের দাদা কাজী মোশাররফ হোসেন স্বরুপকাঠি এলাকার একজন মান্য লোক। তাঁর ছোট ছেলে কাজী মতিয়ুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে গেছে । কিছুদিন হলো পিরোজপুরে মিলিটারি এসেছে। সাথে সাথে পিরোজপুর শহর ও তার আশেপাশের থানাগুলোতে এর

প্রভাব পড়লো। কিছু মানুষ হিন্দুদের বসত বাড়িতে লুটপাট শুরু করে দিল। যারা মুক্তিযুদ্ধে গেছে তাদের বাড়ি-ঘরেও হামলা হতে থাকল।

গতকাল বাদলের দাদার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁর এক ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। শোনা গেছে, মিলিটারিরা পিরোজপুরের পুলিশ প্রধানকে গুলি দিয়ে নদীতে ভাসিতে দিয়েছে। আর মিলিটারিদের সহযোগিতার জন্য কিছু মানুষ একত্র হয়েছে। এদের কাজ হলো, মিলিটারিদের বিভিন্ন রকমের তথ্য দেয়া এবং অন্যের বাড়িতে লুটপাট করা। বিশেষ করে হিন্দুদের বাড়িঘর।

বাদলের দাদা বললেন, শরছিনা পীর সাহেব মিলিটারিদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। মিলিটারিরা নাকি প্রতিদিন দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানের আগে পীর সাহেবের দোয়া নেন। স্বরুপকাঠীর অনেক হিন্দু, মুসলমান হয়ে পীর সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

বহু এলাকা থেকে নৌকায় করে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ আসছে শরছিনা পীর সাহেবের কাছে আশ্রয় নিতে। অনেককে তিনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, মিলিটারিরা যা পছন্দ করেন, তার বাইরে তিনি কিছু করতে রাজি নন।

মিলু-দুলুদের বাসাটা বাদলদের বাসার আগে। দুলুদারা মার্চের শেষ দিকে গ্রামে চলে গেছেন। সেখান থেকে শোনা যায় ভারতে চলে গেছেন। পরের তিনটি বাসা হিন্দু পরিবারের। প্রথমটিতে সোনাই নাহা'রা থাকেন। ওই বাসায় নতুন একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে। 'সোনা মিয়া লজ'। মানে এই পরিবারটি ধর্ম বদল করেছেন।

পরের বাসাটি পানু নাহা'দের। উনারাও শোনা যায় মুসলিম হয়ে গেছে, গ্রাম থেকে এখনো ফেরেননি। এরপরেই একটি খোলা মাঠ। মাঠের মাঝখানে লক্ষণ কাকাদের বাসা। উনারা মার্চে চলে গেছে গ্রামে। তারপর ভারত। লক্ষণ কাকাদের মাঠে বাদলরা বিকেলে খেলে থাকে। কাকারা তেমন কিছু বলে না। এখন মাঠ পরে আছে, খেলার লোক নাই। মাঠের পশ্চিম পাশেই বাগান।

এক সন্ধ্যায় সোনাই নাহা বাদলদের বাসায় আসে। ওর বাবাকে বলেন, গত রাতে কারা যেন দরজায় টোকা দিয়েছে। দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। কিছুক্ষণ পর আবার টোকা দেয়। আমরা আর দরজা খুলিনি।ওরা এক সময় বলল, যা যা , ইন্ডিয়ায় যা গা। বাঁচতে চাইলে ইন্ডিয়া যা।

খোকনের বাবা হাবিব কাকা সব শুনলেন। এক পর্যায়ে বললো, গ্রাম থেকে আইলা কেন ?

-আমাগো বাড়ি-ঘর তো জ্বালাইয়া দিছে। থাকমু কই ?

-এখন কি করতে চাও ?

-রাতের বেলা আপনেগোর পিছনের বারান্দায় যদি একটু জায়গা দেন। খুব ভয় করে তো। খুব ব্যানে আবার চইল্যা যামু।

-ঠিক আছে।

এরপর থেকে সোনাই নাহারা রাতে বাদলদের বাসায় এসে ঘুমায়।

ফাহিমরা আজকাল কিছু অপরিচিত ছেলেদেরকে মহল্লায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে। এদের কথায় অনেক উর্দু-হিন্দু জাতীয় শব্দ আছে। ফাহিমরা কিছু কিছু বোঝেও না। এরা সম্ভবত নন-বেঙ্গলি পরিবারের হবে।

-বিহারী না তো ?

-হবে হয়তো।

এরা সাধারণত যেসব বাড়িতে বড় মেয়ে আছে, সেসব বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। তবে কি এরাই সোনাই কাকার বাসায় কড়া নেড়েছিল ? মিল্টন ভাবছিল।এক বিকালে চারজনের এই দলটাকে মিল্টন জিজ্ঞেস করলো, বড় ভাইরা, আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?

-না। তোমাগো মহল্লাটা খুব সুন্দর। গ্রামের মতো। তাই মাঝে মাঝে বেড়াতে আসি। তোমাগো কোন অসুবিধা ?

-না না। আপনারা বেড়ান। ফাহিম বললো। আমরা ভাবলাম, কাউকে হয়তো খুঁজতাছেন।

ঠাকুরমা এখন ভাল। ফাহিমরা গিয়েছিল দেখতে। ওখানে গিয়েও শুনলো, একদল ছেলে নাকি প্রায় প্রতিদিন ওদিকে যায়। শিরিন আপাদের বাসার সামনে ঘুরঘুর করে।

শিরিন বলল, ওদের মতলব ভাল না। ওদের সাথে মনে হয় মিলিটারিদের যোগাযোগ আছে। ওদের কথা শুনে মনে হয়, ওদের বাসা পুরান বাজার, চকবাজার এলাকায়। আজকে স্কুল থেকে আসার সময়, ছেলেগুলো আমার পেছনে পেছনে এই পর্যন্ত আসলো। দেখেছো, কি সাংঘাতিক!

এক ফাঁকে শিরিন তার এই ছোট ভাইদের জন্য চা করে আনলো। সঙ্গে বিস্কিট। রঙ চা। আদা দিয়ে বানানো। অসাধারণ হয়েছে।

মিল্টন জিজ্ঞেস করলো, ছেলেগুলো কখন আসে ?

-বিকাল ৫টার পরে।

ওইদিন পাঁচটার পর ফাহিমরা শিরিন আপাদের ওদিকটায় আসলো। একটু পর ওই ছেলেগুলোও আসলো। ফাহিমরা পাঁচজন আজ। সোনাই কাকার ছেলে খোকনও আজ তাদের সাথে এসেছে।

ফাহিমরা খেয়াল করলো, এই ছেলেগুলোই তাদের ওদিকে যায়। এদের সঙ্গে কথাও হয়েছিল সেদিন। আজ ছেলেগুলো বেশিক্ষণ থাকলো না। যাক, আসা সার্থক হয়েছে। শিরিন আপা আজকেও ওদের আদা-চা খাওয়ালো।

জুন মাসের এক সকালে ফাহিমরা ঘুম থেকে উঠে শুনলো, পাড়ার কয়েক বাসায় মিলিটারি এসেছে। সুধীর চক্রবর্তী, লক্ষণ কাকা ও পানু কাকাদের বাসায় আসলেই মিলিটারিদের পোশাকে কিছু মানুষকে ওরা দেখলো। কিন্তু এরা বাঙালির মতো দেখতে। কথাও বলে বাংলায়।

মিল্টন বললো, এরা রাজাকার। এদেশের মানুষ। এরা মিলিটারিদের সাহায্য করে।

বাদল বললো, মিলিটারিদের সাহায্য করে, কীভাবে ?

পুনা বললো, কি জানি। তবে ভাই অবস্থা ভাল বুঝতাছি না। আমাদের ফাদার বলেছেন, ঝামেলায় জড়াবে না, তবে তোমাদের ওপর অন্যায় হলে আমাদের জানাবে।

এটা ঠিক, বরিশালের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ নিশ্চিন্তে আছে। ওদের ফাদার-ব্রাদাররা প্রতি বিকালে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ফাহিমদের বাসার সামনে মনা-পুনাদের বাসা। ওদের বাসায় প্রায়দিনই ফাদার-ব্রাদার কেউ না কেউ আসে।

রাজাকাররা আসায় মহল্লার সবাই ভীত হয়ে পড়লো। একদিন বিকালে ফাহিমরা বাগানের জঙ্গলে বসে এগুলো আলোচনা করছিল। মেয়েরা রাস্তায় হাঁটতে ভয় পাচ্ছে এখন। সবারই বুক কাঁপে রাজাকারদের সামনে হাঁটতে।

বাগানের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ফাহিমরা দেখলো, লক্ষণকাকাদের বাসার দরজা জানালা সব খোলা। একজন রাজাকার হাতে রাইফেল নিয়ে গার্ড দিচ্ছে। মিল্টন বললো, গোনার চেষ্টা দে'তো। ক'জন আছে ওরা।

পুনা বললো, আট জন।

মনা বললো, নয় জন।

বাদল বললো, ধরে নিলাম দশ জন আছে এই বাসায়। কিন্তু পানু কাকাদের বাসায়ও তো আছে। ছয়জন হতে পারে ওই বাসায়। কারণ, ওদের বাসা তো ছোট । আচ্ছা অনুমান করতো, সুধীর উকিল কাকাদের বাসায় কত জন হতে পারে?

-জানিনা । তবে অনুমান হয় দশ জন হবে। বাসাটা তো ছোট নয়। বড়। বললো ফাহিম।

এক বিকালের কথা। স্কুল থেকে সবে ফিরেছে ফাহিম। খোকন দৌড়ে আসলো। শুনেছিস, রাজার মাঠের উল্টো দিকের এক হিন্দু-বাসার একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে কারা যেন। মেয়েটা নবম শ্রেণীতে পড়ে। স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিল।

বাদলের সাথে ফাহিম রাজার মাঠের দিকটায় গেল। মেয়েটার নাম তনু। তনুদের বাসা থেকে কান্নার শব্দ আসছে। তনুর বাবা নাকি গেছে থানায় খবর দিতে।

অন্যদের কাছে শোনা গেল, প্রতিদিন যে ছেলেগুলো এদিকে ঘুরঘুর করে, ওদের কাজ এটা। ছোট বোন অনুও ছিল আজ তনুর সঙ্গে। ওরা যখন বাসার কাছাকাছি, তখন দুটো রিক্সায় চার জন এসে থামে ওদের পাশে। তনুকে জোর করে রিক্সায় তুলে নেয়। অনু চিৎকার দিয়ে বাসায় প্রবেশ করে। বাসা থেকে সবাই বের হয়ে দেখে, তনুকে রিক্সায় করে ওরা নিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ ঘন্টা পর তনুকে ওর বাবার সাথে পুলিশের গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেলো। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ উদ্ধার করতে পেরেছে তনুকে। বাবার হাত ধরে তনু কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল। মেয়েকে পেয়ে মায়ের কান্নার আওয়াজ আরও বেড়ে গেল।

পরের দিন সকালে তনুদের বাসায় বড় একটা তালা ঝুলতে দেখা গেল।

পানু নাহা বাবুদের বাসার সামনে একদিন তিনটা রিক্সা এসে দাঁড়ালো। পানু নাহা বাদে পরিবারের সবাই গ্রাম থেকে চলে এসেছেন। রাজাকাররা তো ওদের বাসাটা দখল করে নিয়েছে। এখন কী হবে ?

রিক্সা ছেড়ে দিয়েছে ওনারা। আস্তে আস্তে লোকজনের জমতে লাগলো পরিবারটিকে ঘিরে। কী হয় ব্যাপারটা জানার জন্য। বাদলের সাথে ওর বন্ধুরাও এসে দাঁড়ালো। শুক্রবার, কারও স্কুল ছিল না। বড়রা যে যার বাসাতে। জানালা দিয়ে দেখছে, কী হয়।

গোঁফওয়ালা ঠোঁটকাটা একজন এগিয়ে এল। হাতে রাইফেল। উনিই মনে হয় রাজাকারদের কমান্ডার।

-কী ব্যাপার, এত ভীড় কেন ? সবাই চুপ। কেউ কথা বলছেনা।

-এই ভাগ এখান থেকে। ভাগ।

খোকন হঠাৎ কথা বলে উঠলো। বলল, এটা পানু কাকাদের বাসা। পানু কাকারা গ্রাম থেকে চইলা আসছে। বাসাটা আপনারা এখন ছাইড়া দেন।

-এই পুলা, তুই ক্যাডা। তোর বয়স কত ? তোর বাসা কনে ?

বাদল হাত তুলে নিজেদের বাসাটা দেখায়।

কমান্ডার তার লোকদের বললো, এইডারে বাইন্দা ফ্যাল।

যেই বলা, সেই কাজ। ওরা এসে বাদলকে আলাদা করে ফেললো।

আবার হাক দিল কমান্ডার । এই সরে যাও সবাই । যাও। অনেকে চলে গেল। বাদলের বন্ধুরা গেল না। কমান্ডার ওয়ারলেস এর মাধ্যমে কারো সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলো। বলতে লাগল, স্যার আমি রুস্তম। জি স্যার । একটা সমস্যা হইছে। জি স্যার । কমান্ডার বলতে লাগলো যা হয়েছে। তারপর ওপাশ থেকে কিছু নির্দেশ দেয়া হল কমান্ডারকে ।

রুস্তম কমান্ডার বলল, তোমরা বিকালে আসো। আমরা বিকেলেই বাসা ছাইড়া দিমু।

সবাই চলে যাচ্ছে। পানু কাকার পরিবার বাদলদের বাসায় আশ্রয় নিল। বাদল কে তখনও ওরা ছাড়েনি। ফাহিম বললো, ও আমার বন্ধু। ওকে ছেড়ে দিন।

-শুনো পিচ্চি। আমাগো লগে যখন কথা বলবি ভয় ডর নিয়া কথা বলবি। বেশি ফটফট করবি না। বুঝচস। এই ওরে ছাইরা দে।

সন্ধ্যার আগে আগে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পানু-কাকিমা নিজেদের ঘরে উঠল।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক